ভোরের কাগজ
দৈনিক বাংলা
MAR. 04 2001
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৬ ... কলাম ... ৭ ...

প্রধানমন্ত্রী সমীপেষু

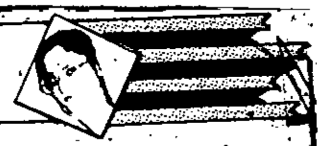

একটি চুক্তি ও আমাদের দুর্ভোগ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

আমি একজন বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। আমি সৃষ্টপদে প্রায় ৫ বছর পূর্বে নিয়োগ পেয়েছিলাম। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, পূর্বে সৃষ্টপদ নিয়ে বিভিন্ন জটিলতায় আমার বেনবেইস হয়নি। ঠিক আমার মতো দেশব্যাপী প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষক এভাবে রয়েছেন। যারা এখনো বেনবেইস করতে পারেনি। গত ২৪ আগস্ট ২০০০ শিক্ষকদের দাবিদাওয়া পূরণের জন্য আন্দোলনের সময় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষক নেতৃবর্গের দ্বিপক্ষীয় আলোচনা হয়। উক্ত আলোচনায় ৯টি শর্ত আরোপ করে একটি চুক্তি সম্পাদন হয়। এ চুক্তির ৯ ধারায় পরক্ষায় তৃতীয় বিভাগ সম্পর্কে যে শর্ত রয়েছে, তা সত্যিকার অর্থে বাস্তবায়ন করতে পারলে ভালো, কিন্তু তারপরও কথা থেকে যায়— আমার মতো অনেক শত শত শিক্ষক আলোচনার পূর্বেই নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছে যাদের যেকোনো একটা পরীক্ষাতে তৃতীয় বিভাগ রয়েছে। এদের বিভিন্ন জটিলতায় পূর্বে বেনবেইস করা হয়নি। বর্তমানে এ চুক্তির কারণে আমাদের বেনবেইস করা হচ্ছে না। চুক্তি সম্পাদনের সময় একবারও কারো মাথায় ঢুকলো না যে, আমার মতো শত শত শিক্ষক যারা আলোচনার পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছে পরীক্ষায় যেকোনো একটাতে তৃতীয় বিভাগ নিয়ে তাদের অবস্থান কোথায় দাঁড়াবে?

আমি শিক্ষকতাকে মহান পেশা হিসেবে নিয়েছিলাম আর কোনো চাকরিতে যাওয়ার চেষ্টাও করিনি। এদিকে আমি সরকারি চাকরিতে আবেদন করার বয়স হারিয়ে ফেলেছি। আমি এখন বৃদ্ধ পিতামাতা নিয়ে আর্থিকভাবে অত্যন্ত কষ্টে আছি। যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

বেনবেইস না হওয়ায় আমার মতো শত শত শিক্ষক অর্থাভাবে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে। যা মৃত্যুর শামিল। আমরা যারা পরীক্ষায় যেকোনো একটাতে তৃতীয় বিভাগসহ আলোচনার পূর্বে নিয়োগ পেয়ে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকতা করে আসছি অন্ততপক্ষে এদিক চিন্তা করে বিভিন্ন মিডিয়া ও গেজেটের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বেনবেইস করার সুযোগ দেওয়ার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

মো আবুল কালাম
টেকনাফ, কক্সবাজার।